ইউনিট–১৩

বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভূমিকা

নিজের পরিচয় জানা এবং সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য মানুষকে তার ইতিহাস অর্থাৎ তার উৎস বা উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, গতিবিধি, অতীতের সফলতা-বিফলতা, ইত্যাদি জানতে হয়। খ্রিষ্টমন্ডলীর ইতিহাস সুদীর্ঘ দুই হাজার বছর পুরনো। এশিয়া মহাদেশের মধ্যপ্রাচ্যে এর উৎপত্তি হলেও প্রথম দিকে এর অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃতি ঘটে ইউরোপ মহাদেশে। অতঃপর ইউরোপ হতে অন্যান্য মহাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম ধর্মের ন্যায় খ্রিষ্টধর্মও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচারিত হয়েছিল মিশনারীদের দ্বারা। কথিত আছে যে, যীশুর বারোজন প্রেরিতদূতের মধ্যে দু'জন – সাধু টমাস এবং বার্থালোমেয় – দক্ষিণ এশিয়ায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। তবে পাক-ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল হতে বিস্তার লাভ করতে করতে বর্তমান বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ও বিস্তার ঘটতে শুরু করে প্রায় পঁচশত বছর আগে – পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের সাথে সাথে। এই ইউনিটে বর্তমান বাংলাদেশে খ্রিষ্টমন্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বিভিন্ন মন্ডলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত জানার জন্য এই পাঠের শেষে কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকার নামের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

পাঠ–১ : বাংলাদেশ খ্রিষ্টমন্ডলীর ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বাংলাদেশে খ্রিষ্টমন্ডলীর শুরু ও তার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম বিস্তারে প্রধান প্রধান কয়েকজনের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১৩.১.১

বর্তমান বাংলাদেশ পাক-ভারত উপমহাদেশেরই অংশ বিশেষ। ১৯৪৭ সনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে, আর জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তানের। বাংলাদেশ তখন পরিচিত ছিল পূর্ব পাকিস্তান নামে। ১৯৭১ সনে সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পর বর্তমান বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

স্বর্গারোহণের পূর্বে প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের এই আদেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা পৃথিবীর সব জায়গায় যাও এবং সব লোকদের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া সুখবর প্রচার কর। যে-কেউ বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, সে-ই পাপ থেকে উদ্ধার পাবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করবে না, ঈশ্বর তাকে দোষী বলে স্থির করে শাস্তি দেবেন" (মার্ক ১৬:১৫-১৬)। যীশুর সেই আদেশ অনুযায়ী পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর প্রেরিতশিষ্যেরা প্রচারের জন্য দিক-বিদিকে ছড়িয়ে পড়েন। কথিত আছে, দু'জন প্রেরিতশিষ্য, টমাস ও বার্থালোমেয় পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রচার করতে এসেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ায় খ্রিষ্টধর্মের প্রচার যদিও প্রৈরিতিক যুগ অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতেই শুরু হয়েছিল, তথাপি বর্তমান বাংলাদেশে এর প্রচার শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দির গোড়ার দিকে। এ সময়ে ভারতের সাথে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুব জোরদার হয়।

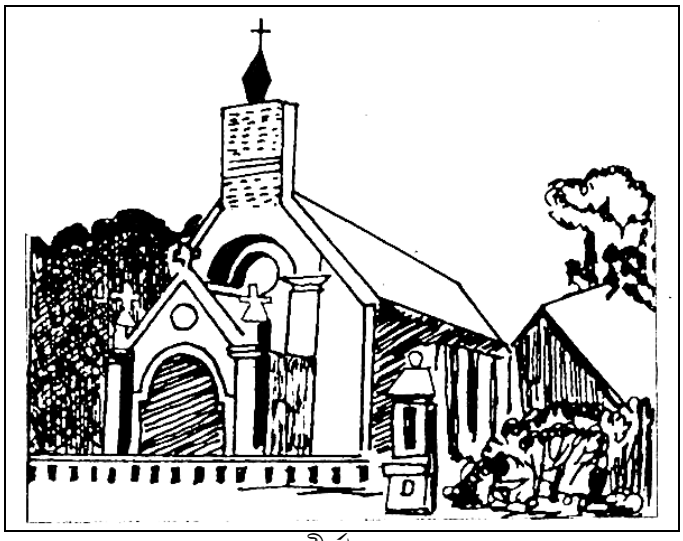

গীর্জাঘর

১৩.১.২

পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিল। তারা প্রথম চট্টগ্রাম আসে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে। পর্তুগীজ খ্রিষ্টান ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে প্রথম আসলেও, তারা কিন্তু এখানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেনি বা খ্রিষ্টমন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেনি। কেননা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করা। যারা প্রথমে বাংলাদেশে খ্রিষ্টমন্ডলী স্থাপন করেছেন তাঁরা ছিলেন মিশনারী। এদের মধ্যে প্রথম যে দু'জন মিশনারী আসেন তাঁদের নাম ছিল ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ ও ফাদার দোমিঙ্গো দ্যা সুজা। তাঁরা চট্টগ্রামে এসেছিলেন পশ্চিম বঙ্গের হুগলী থেকে। চট্টগ্রাম তখন আরাকান রাজ্যের অধীন ছিল। ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন চট্টগ্রামে 'সাধু জন বাপ্তিস্তের গির্জিকা' নামে দ্বিতীয় গির্জাঘর উৎসর্গ করা হয়। ইতোমধ্যে পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। যুদ্ধের সময় এই গীর্জাঘরটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং গীর্জার পাল-পুরোহিত ফাদার ফার্নান্দেজ ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর আরাকানীদের হাতে নিহত হন। বাংলাদেশের মাটিতে ফাদার ফার্নান্দেজই প্রথম মিশনারী শহীদ সাক্ষ্যমর।

বাংলাদেশের প্রথম গির্জাঘরটি ছিল 'যীশুর পবিত্র নামের গীর্জা'। এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল যশোহরের ঈশ্বরীপুরে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি। বারো ভূঁইয়ার অন্যতম, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ফাদার ফার্নান্দেজ ও ফাদার দ্যা সুজাকে আমন্ত্রণ করে ঐ এলাকায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন। এই ফাদারদ্বয় ছিলেন রোমান কাথলিক মন্ডলীর সদস্য। সুতরাং বলা যায়, রোমান কাথলিক মন্ডলীই বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো মন্ডলী – প্রায় পাঁচশো বছর পুরনো।

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। প্রায় চারশো বছর আগেও ঢাকা ছিল বাংলার রাজধানী। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় একদল কাথলিক মিশনারী ঢাকায় আসেন। তাঁরা নারিন্দায় একটি গীর্জাঘর স্থাপন করেন। তেজগাঁওয়ে জপমালার রাণীর গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান গাজীপুর জেলার নাগরী ইউনিয়নে সেন্ট নিকোলাস গীর্জা নির্মিত হয় ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। বরিশালের পাদ্রিশিবপুরের গীর্জা নির্মিত হয় ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঢাকা-নবাবগঞ্জের অদূরে হাসনাবাদের গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

১৩.১.৩

১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগ ও আরাকান দস্যুরা ভূষণা (ফরিদপুর) বিধ্বস্ত করে সেখানকার এক রাজপুত্রকে অপহরণ করে। এই রাজপুত্র ছিলেন ভূষণার রাজার বংশধর। অপহৃত রাজপুত্রকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। রাজপুত্র স্বপ্নে সাধু আন্তনীর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর নির্দেশে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে দোম আন্তোনিও নাম গ্রহণ করেন। নবদীক্ষিত দোম আন্তোনিও প্রচার কাজে খুব সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তাঁর প্রচারের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে ৩০ হ'তে ৪০ হাজার লোক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। কাথলিক মন্ডলী ঢাকা থেকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গে প্রথম বিশপ নিযুক্ত হন টমাস অলিফ ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। এ সময়ে এই প্রৈরিতিক এলাকার অধীনে ছিল বর্তমান ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ, খুলনা ধর্মপ্রদেশের অংশবিশেষ এবং উত্তর মায়ানমার ও আসামের কিছু অংশ। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয়।

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার আগষ্টিন লুয়াজকে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামকে ঢাকা ধর্মপ্রদেশ হতে পৃথক করে নতুন ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই বছর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ধর্মপ্রদেশকে মহাধর্মপ্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতা মহাধর্মপ্রদেশের কিছু অংশ এবং কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে প্রথমে যশোর ধর্মপ্রদেশ নামে এবং ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে খুলনা শহরে স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান খুলনা ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে হলিক্রস ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী প্রথম বাঙ্গালী বিশপ নিযুক্ত হন। তিনিই পরে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ মনোনীত হন মাইকেল রোজারিও। ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ মনোনীত হন পৌলিনুস কস্তা। ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার উত্তরসূরী আর্চবিশপ হিসেবে মনোনীত হন প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি। খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ মাইকেল রোজারিও অবসর গ্রহণের পর ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল নিযুক্ত হন।

১৩.১.৪

উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান দিনাজপুর ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু হয় খ্রিষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দপুরে যে গীর্জাটি নির্মিত হয় সেটাই উত্তরবঙ্গের প্রথম কাথলিক গীর্জাঘর। এই গীর্জা তৈরি হয়েছিল রেলওয়ে কর্মীদের জন্য। কিন্তু প্রথম স্থানীয় লোকদের নিয়ে মন্ডলী শুরু হয় ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে, বর্তমান বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীর অন্তর্গত বেগুনবাড়ী গ্রামের মুন্ডা উপজাতিদের নিয়ে। ইতালী দেশ হতে আগত পিমে ফাদারগণ এই এলাকায় মিশনারী কাজ শুর" করেন এবং অদ্যাবধি তারা এখানে কাজ করছেন। দিনাজপুর ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অধিকাংশ খ্রিষ্টভক্তই আদিবাসী। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকাকে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ হতে পৃথক করে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ ছিলেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ। তাঁর অবসরগ্রহণের পর ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে মনোনীত হন বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম আদিবাসী বিশপ। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ জের্ভাস রোজারিওকে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল নিযুক্ত করা হয়। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশকে ভাগ করে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ মজেস এম কস্ড়া, সিএসসি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল নিযুক্ত হন। বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বমোট ৬টি কাথলিক ধর্মপ্রদেশ আছে, যথা: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ, খুলনা ধর্মপ্রদেশ, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ।

১৩.১.৫

কাথলিকদের পরেই বাংলাদেশে প্রোটেষ্টান্ট মিশনারীরা প্রচার কাজ শুরু করেন আজ থেকে দুই শত বছর আগে। ড. উইলিয়াম কেরী দিনাজপুরে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাপ্টিষ্ট গীর্জাঘর স্থাপন করেন ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। ড. উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টার ফলেই বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাইবেল অনুবাদ করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় ড. উইলিয়াম কেরীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপরে যশোহর-খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুরে খ্রিষ্টধর্মের বিস্ড়ার ঘটতে থাকে। এ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী পাওয়া যায়। ঝিনাইদহের বিখ্যাত দুই জমজ বোন, রামাপ্রিয়া ও শ্যামাপ্রিয়া, চমৎকার গায়িকা ছিলেন। যীশুর কথা শুনে তাঁরা চলে গেলেন কোলকাতার শ্রীরামপুরে। সেখানে শিক্ষা নেওয়ার পর তাঁরা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তাঁরা গান গেয়ে যীশুর নাম প্রচার করতে শুরু করেন।

ভূষণার রাজপুত্রের মতো আর একজন বিখ্যাত ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ছিলেন বিক্রমপুরের শিবনাথ দত্ত চৌধুরীর বড় ছেলে গগন চন্দ্র দত্ত। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী যিনি বিলাত যান। তিনি ছিলেন খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান। তাঁর নামে খুলনা শহরে "গগন দত্ত রোড" আছে। তিনি স্থানীয় মুচিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক কাজ করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে যেসব প্রধান প্রধান প্রোটেষ্টান্ট বাণীপ্রচার সংস্থা আগমন করে তাদের মধ্যে আছে: ১৭৯৩ খ্রিঃ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি (বৃটিশ), ১৮০৫ খ্রিঃ চার্চ মিশনারী সোসাইটি (বৃটিশ), ১৮৬২ খ্রিঃ কাউন্সিল ফর ওয়ার্ল্ড মিশন

(বৃটিশ প্রেজবিটারিয়ান), ১৮৮২ খ্রিঃ অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, ১৮৮৬ খ্রিঃ নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, ১৮৯৫ খ্রিঃ অক্সফোর্ড মিশন (বৃটিশ ও এ্যাংলিকান), ১৯০৫ খ্রিঃ চার্চেস অব গড (আমেরিকান), ১৯১৯ খ্রিঃ সেভেন্থ ডে এ্যাডভেনটিষ্টস্, ১৯৪৫ খ্রিঃ এসেম্বলিজ অব গড চার্চ, ১৯৫৬ খ্রিঃ সান্তাল মিশন (লুথেরান), ১৯৫৭ খ্রিঃ বাংলাদেশ মিশন অব দি সাদার্ন ব্যাপ্টিষ্ট কন্ভেনশন্ এবং ১৯৫৮ খ্রিঃ এসোসিয়েশন অব ব্যাপ্টিষ্টস ফর ওয়ার্ল্ড ইভাঞ্জেলিজম্।

১৩.১.৬

প্রোটেষ্টান্ট মন্ডলীগুলোর মধ্যে এ্যাংলিকান মন্ডলীর প্রচারকর্মীগণ এসেছিলেন বিলাত থেকে। তারা প্রথমে কুষ্টিয়া জেলায় প্রচার কাজ শুরু করেন। তাদের একটি প্রচারকদলের নাম ছিল "চার্চ মিশনারী সোসাইটি"। কুষ্টিয়া জেলার বল-ভপুর, ভবরপাড়া, নিত্যানন্দপুর, খেজুরা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, ইত্যাদি জায়গায় তাদের দ্বারা অনেক খ্রিষ্টিয় মন্ডলী গড়ে উঠেছে।

১৩.১.৭

গোপালগঞ্জ এলাকায় মথুরানাথ বোসের নাম বেশ সুপরিচিত। তিনি ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন এবং অতঃপর আইন পাস করেন। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি গোপালগঞ্জে প্রচার কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রচারের ফলে মহাভারত মন্ডল প্রথম খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। মহাভারত খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে তার ভাই মধুসূদন সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি মথুরানাথকে খুন করবেন। এই উদ্দেশ্যে একদা রাতের বেলায় তিনি রামদা নিয়ে মথুরানাথের ঘরের কাছে অপেক্ষা করতে থাকেন যাতে মথুরানাথ ঘর থেকে বের হলেই তাঁকে খুন করতে পারেন। মথুরানাথের অভ্যাস ছিল গভীর রাতে কয়েক ঘন্টা জেগে থেকে প্রার্থনা করা। সেই রাতে তিনি কেঁদে কেঁদে মধুসূদনের মনপরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন, যেন মহাভারতের মতো তিনিও বিশ্বাসী হয়ে যীশুকে গ্রহণ করতে পারেন। মধুসূদন তাঁর এই প্রার্থনা শুনে হতবাক হয়ে পড়লেন। যাঁকে তিনি খুন করতে এসেছেন, তিনিই কি না তার জন্য কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছেন। এরপরই তার মন পরিবর্তন হয়ে গেল। গোপালগঞ্জে মথুরানাথ বোস উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

মথুরানাথ বোস প্রার্থনার মানুষ ছিলেন। একবার মধুমতি নদীতে ভাঙ্গনের ফলে গোপালগঞ্জ শহরের যায় যায় অবস্থা। তখন মথুরানাথ দু'জন সহকর্মীকে নিয়ে নদী ভাঙ্গনের মুখে বসে অনবরত কয়েকদিন প্রার্থনা করেন। এর ফলে দেখা গেল নদী দুই মাইল দূর পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

১৩.১.৮

বাংলাদেশের উপজাতি/আদিবাসীদের মধ্যেও খ্রিষ্টমন্ডলী বিস্থার লাভ করেছে। বিগত ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের শতবর্ষপূর্তি পালন করেছে। ময়মনসিংহে অঞ্চলে গারোদের মধ্যে রাধানাথ ভৌমিক প্রথম খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। দক্ষিণ দিনাজপুরে আদিবাসী মুন্ডাদের মধ্যে ক্ষুদ্র গীর্জা স্থাপন করা হয়। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপিষ্ট মিশনের মিস্ আর্নল্ড ও ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে নিউজিল্যান্ডের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মিস্ ম্যাকজর্জ বাংলাদেশে আসেন। ১৮৬২ খ্রিঃ প্রেজবিটারিয়ান মন্ডলীর কাজ শুরু করেন বিহার লাল সিংহ। বগুড়াতে ১৯০৬ খ্রিঃ চার্চেস অফ গড মিশন শুরু করেন বাওয়ার্স দম্পতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে খ্রিষ্টিয় মন্ডলীতে নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা-টাঙ্গাইল-শেরপুর জেলায় গারো; দিনাজপুর-রাজশাহী-নাটোর-সিরাজগঞ্জ-চাপাই নবাবগঞ্জ-নীলফামারী-লালমনিরহাট-নওগাঁও-রংপুরে সান্তাল, ওঁরাও; সিলেট অঞ্চলে খাসিয়া, রাঙ্গামাটি-বান্দরবন এলাকায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি আদিবাসী/উপজাতিদের মধ্যে অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের গারো খ্রিষ্টান, এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের ন্যায় সাংসদ নির্বাচিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রথম খ্রিষ্টান প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন।এখানে স্বল্প পরিসরে বাংলাদেশে খ্রিষ্টমন্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হল। আরও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত জানার জন্য নিচে কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা দেওয়া হলো।

সার-সংক্ষেপ

প্রেরিতশিষ্যদের কাছে দেওয়া খ্রিষ্ট প্রভুর আদেশ পালন করে ঐশরাজ্যের সুখবর প্রচার করার জন্য খ্রিষ্টভক্তগণ যুগে যুগে দেশ-বিদেশে প্রচারকাজে বেরিয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু হয়েছিল প্রায় পাঁচশত বছর আগে। শত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে মিশনারীগণ মঙ্গলবাণী প্রচার করে গেছেন। তার ফলেই বর্তমানে আমরা দেখতে পাই স্থানীয় মন্ডলী বিশ্বাসের দিক দিয়ে যথেষ্ট পরিপক্কতা অর্জন করেছে। সম্প্রতি আদিবাসী/উপজাতিরা শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে বেশ অগ্রসর হয়েছে এবং জীবিকার অন্বেষণে গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরবাসী হয়েছে। আবার অনেক বাঙালী ও অবাঙালী খ্রিষ্টান ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া অভিবাসিত হচ্ছে। তারা যেখানেই যাক না কেন, তারা সাথে করে তাদের খ্রিষ্টিয় বিশ্বাস-সম্পদ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে তারা খ্রিষ্টিয় মঙ্গলবার্তা প্রচারের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে মন্ডলীর প্রসার ও বিস্তারকাজে অংশগ্রহণ করে তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

মনে রাখুন

"তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। তোমাদের যা-কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

বারো ভূঁইয়া

বাংলার ঐতিহাসিক সামন্ত জমিদার। ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বারোভূঁইয়াদের অভ্যুদয়ের ফলে গোটা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বারোভূঁইয়ারা হলেনঃ ১) শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ২) চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প নারায়ণ, ৩) যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ৪) খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, ৫) ভূষণার মকুন্দ রায়, ৬) ভুলুয়ার লক্ষণ-মানিক্য, ৭) ভাওয়ালের ফজল গাজী, ৮) বিষ্ণুপুরের হাম্বিরমল-, ৯) দিনাজপুরের গণেশ রায়, ১০) তাহেরপুরের কংশ নারায়ণ, ১১) পুঁটিয়ার পীতাম্বর এবং ১২) সাতৈলের রামকৃষ্ণ।

পর্তুগীজ জাতি

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে পর্তুগীজরা ভারতে বাণিজ্য করতে আসে। ইউরোপের পর্তুগাল দেশ থেকে তারা আসতো বলে তাদের বলা হতো পর্তুগীজ জাতি।

গোয়া

ভারতের অন্তর্গত একটি শহর। এখানে পর্তুগীজরা উপনিবেশ স্থাপন করে এবং একে একটি চমৎকার নগরীতে পরিণত করে। ১৫৩৪ খ্রিঃ গোয়া একটি ধর্মপ্রদেশরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

আরাকান রাজ্যঃ বার্মা দেশের একটি পুরনো প্রদেশের নাম ছিল আরাকান রাজ্য।

ঈশ্বরীপুরঃ প্রাচীন যশোহরের সাতক্ষীরা জেলায় ঈশ্বরীপুর নামে একটি জনপদ ছিল।

মগঃ ব্রহ্মদেশের আরাকানের অধিবাসীদের মগ বলা হতো।

জাহাঙ্গীরঃ মোগল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের কোন্ মন্ডলী সবচেয়ে পুরনো?
- ক) এ্যাংলিকান
- খ) ব্যাপ্টিষ্ট
- গ) লুথেরান
- ঘ) রোমান কাথলিক

২। বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী কত বছর পুরনো?
- ক) পাঁচ শত বছর
- খ) দুই শত বছর
- গ) চার শত বছর
- ঘ) তিন শত বছর

৩। মথুরানাথ বোস কেমন লোক ছিলেন?
ক) ধনী লোক
খ) প্রভাবশালী লোক
গ) প্রার্থনার লোক
ঘ) জ্ঞানী লোক

৪। প্রথম বাঙ্গালী বিশপের নাম কী?
ক) থিওটনিয়াস গমেজ
খ) বার্নাবাস দ্বিজেন মন্ডল
গ) থিওটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী
ঘ) মাইকেল রোজারিও

৫। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম মিশনারী শহীদ কে?
ক) ফাদার উইলিয়াম ইভান্স
খ) ফাদার দোমিঙ্গো দ্যা সুজা
গ) দোম আন্তোনিও
ঘ) ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্নান্দেজ

৬। পূর্ববঙ্গে প্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন কারা?
ক) পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা
খ) মিশনারীরা
গ) প্রোটেষ্টান্টগণ
ঘ) প্রেরিতশিষ্য টমাস

পাঠ–২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন খ্রিষ্টমন্ডলীর পরিচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বাংলাদেশের বিভিন্ন খ্রিষ্টমন্ডলীর পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ডলীর প্রৈরিতিক কাজগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১৩.২.১

আমরা রোমান কাথলিক, ব্যাপ্টিষ্ট, এ্যাংলিকান, ইত্যাদি মন্ডলীর নাম শুনে থাকি। যদিও সকল খ্রিষ্টভক্ত একই খ্রিষ্টে বিশ্বাসী ও তাঁর অনুসারী, তথাপি যুগে যুগে বিভিন্ন মতভেদের কারণে মন্ডলীর মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে। মূল দু'টি ভাগ হচ্ছে কাথলিক এবং প্রোটেষ্টান্ট। এই বিভাজনকে অনেকে দূষণীয় মনে করেন, আবার অনেকে বৈচিত্র্য হিসাবে কাম্য বলে বিবেচনা করেন। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি মন্ডলী গড়ে উঠেছে। আমরা এখানে মন্ডলীগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি।

১৩.২.২

কাজ দিয়ে মানুষের পরিচয়। খ্রিষ্টধর্মের মূল কথা হচ্ছে ভালোবাসা – (১) ঈশ্বরকে সমস্ত মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়ে ভালোবাসা এবং (২) প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা। ঈশ্বরের পূজা-আরাধনা ছাড়াও ধর্মবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সেবায়। প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের তথা মন্ডলীর পরিচয় ফুটে ওঠে তাদের জীবনযাত্রায় ও সেবাকাজে। আপাতঃদৃষ্টিতে যাকে নিছক দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক কাজ বলে মনে হয়, খ্রিষ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তা-ই ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ ও বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশে খ্রিষ্টমন্ডলীগুলো বিভিন্ন সেবাকাজে নিয়োজিত।

১৩.২.৩

সাধু মথির মঙ্গলসমাচারে প্রভু যীশুর প্রেরণকাজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ঐশরাজ্যের সুখবর ঘোষণা করা (২) শিক্ষাদান করা এবং (৩) নিরাময় করা। যীশুকে অনুসরণ করে খ্রীষ্টমন্ডলীও এ কাজগুলো করে থাকে। খ্রিষ্টিয় জীবনাদর্শ ছাড়াও বাংলাদেশে খ্রিষ্টমন্ডলী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য যেসব সেবামূলক কাজ করে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১। শিক্ষাদান

এটা মন্ডলীর অন্যতম প্রধান সেবাকাজ। বাংলাদেশে খ্রিষ্টমন্ডলী প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্প হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ মন্ডলী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। জনগণের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের জন্য খ্রিষ্টমন্ডলীর যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা শহরে ৪টি কলেজ যথা: নটর ডেম কলেজ (১৯৪৯), হলিক্রশ কলেজ (১৯৫০), সেন্ট যোসেফ স্কুল (১৯৫৪) ও কলেজ (২০০২) এবং আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (২০০৯)। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০টি হাইস্কুল, ১০টির মতো জুনিয়র হাইস্কুল এবং ৫৫০টির মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু বয়স্ক-শিক্ষা ও লিটারেসী প্রকল্প।

স্কুল-কলেজ ছাড়াও কারিগরী ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি কারিগরী বিদ্যালয় ও মহিলাদের জন্য সেলাই সেন্টার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রয়েছে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য হোস্টেল, এতিমখানা, শিশুভবন, ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানের বাইরে যুবক-যুবতী ও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও গঠনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন যুবসেবাদল, ওয়াই সি এস, আই এম সি এস, ওয়াই এম সি এ, ওয়াই ডব্লিউ সি এ, খ্রীষ্টান ছাত্র সংগঠন, কাথলিক নার্সেস গীল্ড, দি খ্রীষ্টান মেডিকেল এসোসিয়েশন, ইত্যাদি।

মন্ডলীর সদস্যদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাদান ও গঠনের জন্য রয়েছে থিওলজিক্যাল কলেজ, পবিত্র আত্মা ন্যাশনার মেজর সেমিনারী, ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারী, মাইনর সেমিনারী, যশোহর কাটেখিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রম, ভাদুনের হলিক্রস গঠন-প্রশিক্ষণকেন্দ্র, নব্যালয়, প্রার্থীগৃহ ইত্যাদি।

২। নিরাময় কাজ

রুগ্ন-পীড়িতদের সেবাদানের জন্য খ্রীষ্টান অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় নির্মিত হয়েছে হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, শিশুসদন, মাতৃসদন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র, কুষ্ঠাশ্রম ইত্যাদি। এদের মধ্যে মালুমঘাট মেমোরিয়াল খ্রিষ্টান হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা ব্যাপ্টিষ্ট হাসপাতাল, যশোহরে ফাতিমা হাসপাতাল, বারোমারী ও জলছত্র মিশনে হাসপাতাল ও কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ প্রকল্প, রাজশাহীতে খ্রিষ্টান মিশন হাসপাতাল, ধানজুরী কুষ্ঠরোগী হাসপাতাল, দিনাজপুর সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল, শেলাবুনিয়া সেন্ট পল হাসপাতাল, পঙ্গু পুনর্বাসন প্রকল্প, তেজগাঁও হোম অব কমপেশন ইত্যাদি। এসব সেবাকাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে : দুর্বল-অসহায়, রুগ্ন-পীড়িত ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে খ্রিষ্টকে দেখা ও ভালোবাসা।

২। দরিদ্রসেবা ও সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজ

গরীবদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেমন, সমবায় ও ঋণদান সমিতি, হাউজিং সোসাইটি, কারিতাস বাংলাদেশ, সি.সি.ডি.বি., জাগরণী, কোর দ্যা জুট ওয়ার্কস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, সেন্ট ভিন্‌সেন্ট দ্যা পল সমিতি ইত্যাদি। এসব সেবাকাজের লক্ষ্য হচ্ছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন। তবে যীশুর নীতি অনুসরণ করে দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিতদের মাঝেই এসব কাজ হয় বেশি।

বিভিন্ন মন্ডলী

১৩.২.৪

১। কাথলিক মন্ডলী

কাথলিক মন্ডলী হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো মন্ডলী। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার। কাথলিক মন্ডলীর ছয়টি ধর্মপ্রদেশ (ডায়োসিস) রয়েছে, যথা – ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী। এর মধ্যে ঢাকা হল মহাধর্মপ্রদেশ (আর্চ ডায়োসিস) এবং তার প্রধান হলেন মহাধর্মপাল (আর্চবিশপ)। অন্যান্য প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের প্রধানও একজন ধর্মপাল (বিশপ)। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে রয়েছে কয়েকটি ধর্মপল্লী বা প্যারিশ। বর্তমানে বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলীর রয়েছে প্রায় ৮০টি ধর্মপল্লী। প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে পালকীয় দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত থাকেন এক বা একাধিক যাজক/পুরোহিত।

কাথলিক মন্ডলীর সেবাকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার, সিষ্টার, ক্যাটেখিষ্ট, শিক্ষক, সমাজকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী ইত্যাদি।

২। প্রোটেষ্টান্ট মন্ডলীসমূহ

বাংলাদেশের প্রথম প্রোটেষ্টান্ট চার্চ স্থাপিত হয় ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে, দিনাজপুরে। এটি ছিল ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রোটেষ্টান্টদের মধ্যে ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের সংখ্যাই সর্বাধিক। ব্যাপ্টিষ্টদের মধ্যে রয়েছে নিম্নলিখিত কয়েকটি গোষ্ঠি বা দল।

২.১ বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ

সংক্ষেপে 'সংঘ' নামে পরিচিত এই গোষ্ঠিটি হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন। বিখ্যাত মিশনারী ড. উইলিয়াম কেরী থেকে এর সূচনা। তিনি ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরে প্রথম চার্চ স্থাপন করে সংঘের সূচনা করেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে 'সংঘ' স্থাপিত হয়। 'সংঘ' নানা প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাসপাতাল, কুষ্ঠাশ্রম, স্কুল, অন্ধ স্কুল প্রভৃতি সেবা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

২.২ বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট ফেলোসীপ

সংক্ষেপে 'ফেলোসীপ'। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৯টি চার্চ নিয়ে 'ফেলোসীপ' সংগঠিত হয়। বর্তমানে এরা ব্যাপ্টিষ্টদের মধ্যে বৃহত্তম গোষ্ঠি। তারা ফেলোসীপ হাসপাতাল, স্কুল, কারিগরী স্কুল, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী প্রভৃতি সেবাধর্মী ও জনকল্যাণমূলক কার্য পরিচালনা করছে।

২.৩ গারো ব্যাপ্টিষ্ট কনভেনশন

বাংলাদেশের বৃহত্তম ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত গারো আদিবাসী/উপজাতিদের নিয়ে গারো ব্যাপ্টিষ্ট কনভেনশন স্থাপিত হয় ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে তারা শতবার্ষিকী উদযাপন করে। বর্তমানে গারো ব্যাপ্টিষ্ট কনভেনশন স্কুল, হাসপাতাল ও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

২.৪ এসোসিয়েশন অব ব্যাপ্টিষ্টস্

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা চট্টগ্রাম জেলায় কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তাদের কার্যপরিধি চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সীমাবদ্ধ। হাসপাতাল, স্কুল ও খ্রিষ্টিয় পুস্তক প্রকাশনার কাজে তারা ব্যাপৃত রয়েছেন।

২.৫ বাংলাদেশ ফ্রি ব্যাপ্টিষ্ট চার্চেস

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সুইডেন থেকে আগত মিশনারীদের সহায়তায় তারা তাদের কাজ শুরু করেন। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ফ্রি ব্যাপ্টিষ্ট চার্চেস নামে তারা সংগঠিত হয়। বর্তমানে তারা শিক্ষামূলক কার্যসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

৩) চার্চ অফ বাংলাদেশ

চার্চ অফ ইংল্যান্ডের উত্তরসূরী হচ্ছে চার্চ অফ বাংলাদেশ। পুরনো ঢাকার লক্ষীবাজার এলাকায় সেন্ট টমাস চার্চ স্থাপিত হয় ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে। এই চার্চটি হলো চার্চ অফ বাংলাদেশের প্রাচীনতম চার্চ। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনের এ্যাংলিকান চার্চই বর্তমান চার্চ অফ বাংলাদেশ। তাদের দু'টি ডায়োসিস (ঢাকা ও কুষ্টিয়া) রয়েছে। হাসপাতাল, স্কুল, কারিগরী স্কুল তাদের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

৪) চার্চ অফ গড

চার্চ অফ গড-এর সূচনা ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে লালমনিরহাট অঞ্চলে। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার বরামচাল অঞ্চলে খাসিয়া উপজাতির মাঝে চার্চের কাজ শুরু করেন। বর্তমানে শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাদান কর্মসূচীর মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ।

৫) সংযুক্ত খ্রিষ্টিয় মন্ডলী সমূহের সংঘ

সংযুক্ত খ্রিষ্টিয় মন্ডলীসমূহের সংঘের সূচনা হয় চার্চেস অব গড মিশন নাম নিয়ে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া শহরে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান জয়পুরহাট জেলার খঞ্জনপুর মিশন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে তারা হাসপাতাল ও স্কুলের সেবাকর্মের সাথে জড়িত আছেন।

৬) সিলেট প্রেসবিটারিয়ান সীনড

সিলেট প্রেসবিটারিয়ান সীনড হচ্ছে ওয়েল্স প্রেসবিটারিয়ান মিশনের উত্তরসূরী। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নরওয়েজিয়ান সান্তাল মিশন ওয়েল্স প্রেসবিটারিয়ান মিশনের কাছ থেকে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বৃহত্তর সিলেট জেলার মধ্যে তারা কর্মরত আছেন। তাদের চার্চে বাঙ্গালী ছাড়াও মনিপুরী এবং খাসিয়া উপজাতির অনেক বিশ্বাসী রয়েছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ।

৭) খ্রিষ্ট-যীশুতে-সকলেই এক নামক মন্ডলী (All Are One in Jesus Christ Church)

চার্চটি 'সহভাগিতা' চার্চ নামেই বহুল পরিচিত। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে চার্চটি স্থাপিত হয়। এই চার্চের কোন সেবা বা জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম নেই। বিদেশ থেকে তারা কোন সাহায্য গ্রহণ করেন না বরং নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তারা নিজেরা পরিচালিত হন।

৮) এসেম্বলীজ অফ গড চার্চ

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে "বেঙ্গল পেন্টিকষ্টাল ইউনিয়ন" নামে কাজ শুরু হয়, কিন্তু ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এসেম্বলীজ অফ গড চার্চ নামে নতুন করে চার্চের কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষাদান কর্মসূচীর মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ।

৯) লুথারেন চার্চ

বাংলাদেশে তিনটি লুথারেন চার্চ রয়েছে:

৯.১ বাংলাদেশ নর্দার্ন ইভানজেলিক্যাল লুথারেন চার্চ

খ্রিষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে লুথারেন মিশন তদানীন্তন বঙ্গদেশে সাঁওতাল আদিবাসীদের মাঝে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নব উদ্যমে রাজশাহী-দিনাজপুর অঞ্চলে সাঁওতালদের মাঝে চার্চের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ নর্দার্ন ইভানজেলিক্যাল লুথারেন চার্চ সংক্ষেপে বি.এন.ই.এল.সি. এদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সাঁওতালদের নিয়ে গঠিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী তারা পরিচালনা করে থাকেন।

৯.২ বাংলাদেশ লুথারেন চার্চ

বাংলা ভাষাভাষীদের নিয়ে বাংলাদেশ লুথারেন চার্চ ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই চার্চ কুষ্ঠসেবা, স্কুল, কারিগরী বিদ্যালয় এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন।

৯.৩ ইভানজেলিক্যাল লুথারেন চার্চ

ওঁরাও এবং মুন্ডারী আদিবাসীদের মাঝে চার্চের কাজ শুরু হয় ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্চগুলো ইভানজেলিক্যাল লুথারেন চার্চ নামক সংগঠনের আওতায় সংঘবদ্ধ হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে তারা ব্যাপৃত রয়েছেন।

১০) ইভানজেলিক্যাল প্রেসবিটারিয়ান চার্চ

১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে রাঙ্গামাটি জেলায় পাংখো উপজাতিদের নিয়ে এই চার্চ সংগঠিত হয়েছে। তারা শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছেন।

১১) ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টিয়ান চার্চ

বান্দরবান জেলার রুমা এলাকার বম উপজাতিদের মাঝে চার্চের কাজ শুরু হয় ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বমদের কিছু চার্চ নিয়ে গঠিত হয় ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টিয়ান চার্চ। শিক্ষা ও কৃষি-উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তারা ব্যাপৃত রয়েছেন।

১২) চার্চ অফ ক্রাইষ্ট

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে চার্চ অফ ক্রাইষ্ট বাংলাদেশে কাজ শুরু করে। শিক্ষামূলক কর্মকান্ডেই তারা ব্যাপৃত রয়েছেন।

১৩) বাংলাদেশ মেথোডিষ্ট চার্চ

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তারা প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করলেও চার্চ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ থেকে। বর্তমানে তারা শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে ব্যাপৃত।

১৪) নাজারিন চার্চ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে নাজারিন মিশন বাংলাদেশে কাজ শুরু করে এবং কয়েকটি চার্চ স্থাপন করে। কিন্তু দেশ বিভাগের পর তারা ব্যাপ্টিষ্টদের হাতে এইসব চার্চগুলোর দায়িত্ব তুলে দিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। কিন্তু পুনরায় ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে নতুন করে নাজারিন চার্চ কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তারা স্বাস্থ্য ও শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছেন।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে কয়েকটি মন্ডলী গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে কাথলিক মন্ডলীই সবচেয়ে পুরনো এবং সংখ্যার দিক দিয়ে বেশি। বিভিন্ন মন্ডলী বিভিন্ন সেবাকাজে জড়িত রয়েছে, তবে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, মানবিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মন্ডলীগুলো খ্রিষ্টিয় সাক্ষ্য বহন করে চলছে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

ডায়োসিস/ধর্মপ্রদেশ

ধর্মীয় অঞ্চল বা এলাকা, যার পরিচালনা ও পালকীয় দায়িত্বে থাকেন একজন ধর্মপাল বা বিশপ।

ধর্মপাল: ধর্মপ্রদেশের পালক বা বিশপ।

প্যারিশ/ধর্মপল্লী

ধর্মপ্রদেশের অংশবিশেষ। এক একটি গীর্জাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি গ্রাম বা এলাকা নিয়ে প্যারিশ বা ধর্মপল্লী গঠিত হয় এবং এর পালকীয় দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন এক বা একাধিক পুরোহিত।

পালক/পাল-পুরোহিত

গীর্জা বা প্যারিশের পালকীয় দায়িত্বে নিয়োজিত অভিষেকপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পালক বা পাল-পুরোহিত বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলী কয়টি ধর্মপ্রদেশে বিভক্ত?
- ক) পাঁচটি
- খ) চারটি
- গ) আটটি
- ঘ) ছয়টি

২। ধর্মপ্রদেশের প্রধানকে কী বলা হয়?
- ক) পালক
- খ) ধর্মপাল
- গ) পাল-পুরোহিত
- ঘ) ধর্মযাজক

৩। যীশুর প্রেরণকাজের অনুকরণে মন্ডলীর কাজকে কিভাবে দেখা হয়?
- ক) ঐশ্বরাজ্যে সুখবর ঘোষণা, শিক্ষাদান ও নিরাময়
- খ) প্রশাসন, শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচার
- গ) সেবাদান, শিক্ষাদান ও সমাজ উন্নয়ন
- ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কারিগরী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক গঠন

৪। খ্রিষ্টধর্মের মূল কথা কী?
- ক) ঈশ্বরকে ভালোবাসা
- খ) প্রতিবেশীকে ভালোবাসা
- গ) স্ব-ধর্মাবলম্বীদের ভালোবাসা
- ঘ) ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা

৫। বাংলাদেশে প্রথম প্রোটেষ্টান্ট চার্চ স্থাপিত হয় কত খ্রীষ্টাব্দে?
ক) ১৮০১ খ্রিঃ খ) ১৭৯৬ খ্রিঃ
গ) ১৬৯৫ খ্রিঃ ঘ) ১৯০৫ খ্রিঃ

৬। চার্চ অফ বাংলাদেশের প্রাচীনতম চার্চটি স্থাপিত হয়েছিল কত খ্রীষ্টাব্দে?
ক) ১৮১৯ খ্রিঃ খ) ১৮৪৮ খ্রিঃ
গ) ১৭৯৮ খ্রিঃ ঘ) ১৯১০ খ্রিঃ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভূষণার রাজপুত্র কে ছিলেন এবং তিনি কিভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? (১৩.১.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
২। বাংলাদেশে রোমান কাথলিক মন্ডলী কখন কোথায় ও কিভাবে শুরু হয়? (১৩.১.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৩। বাংলাদেশের প্রথম বাঙ্গালী বিশপ কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখুন? (১৩.১.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৪। বাংলাদেশে কখন কোথায় প্রথম গীর্জাঘর স্থাপিত হয় এবং কে এই গীর্জাঘর স্থাপন করেন? (১৩.১.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৫। বাংলাদেশে প্রোটেষ্টান্ট মন্ডলী কখন কোথায় প্রচার কাজ শুরু করে? (১৩.১.৫ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৬। বাংলাদেশে ড. উইলিয়াম কেরীর খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও অবদান সম্বন্ধে নিজের ভাষায় লিখুন। (১৩.১.৫ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৭। গগন চন্দ্র দত্ত কে ছিলেন? তাঁর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (১৩.১.৫ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৮। রামাপ্রিয়া ও শ্যামাপ্রিয়া কে ছিলেন? বাংলাদেশে খ্রিষ্টমন্ডলীর ইতিহাসে তাদের নাম বিখ্যাত কেন? (১৩.১.৫ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৯। মথুরানাথ বোসের রাতের বেলায় জেগে থেকে প্রার্থনা করার ঘটনাটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (১৩.১.৭ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১০। বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করুন। (১৩.২.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১১। টীকা লিখুন:-
(ক) বারোভূঁইয়া (১ম পাঠের শব্দটীকা); (খ) ঈশ্বরীপুর (ঐ); (গ) ডায়োসিস বা ধর্মপ্রদেশ (২য় পাঠের শব্দটীকা)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.১

১। ঘ, ২। খ, ৩। গ, ৪। গ, ৫। ঘ, ৬। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.২

১। ঘ, ২। খ, ৩। ক, ৪। ঘ, ৫। খ, ৬। ক

তথ্য সংগ্রহ

১। Catholic Directory of Bangladesh, 2007
২। বঙ্গে খ্রিষ্টমন্ডলীর ইতিহাস – রেভাঃ প্রিয়কুমার বারুই
৩। বঙ্গে খ্রিষ্টমন্ডলী – রেভারেন্ড মথুরানাথ বোস (প্রকাশক : বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ)
৪। বাংলার চার্চের ইতিহাস – মি. ডেনীস দিলীপ দত্ত
৫। বাংলাদেশে খ্রিষ্টিয় মন্ডলীর ইতিহাস – প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
৬। বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলী – মিঃ যেরোম ডি'কস্তা

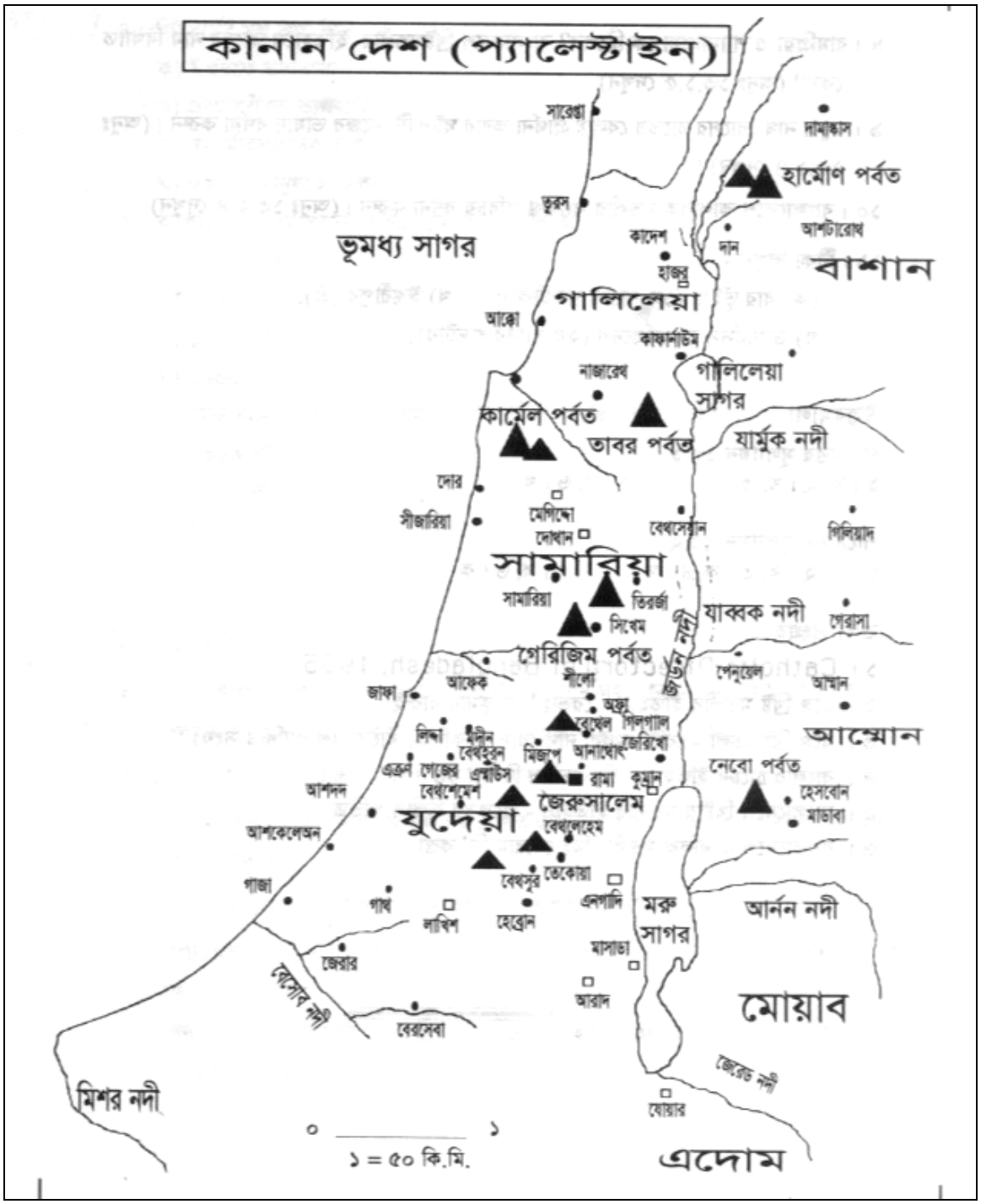

কানান দেশ (প্যালেস্টাইন)
ভূমধ্য সাগর
হার্মোণ পর্বত
দামাস্কাস
বাশান
গালিলেয়া
নাজারেথ
গালিলেয়া সাগর
কার্মেল পর্বত
তাবর পর্বত
যার্মুক নদী
সামারিয়া
যাব্বক নদী
গেরিজিম পর্বত
আম্মোন
নেবো পর্বত
জেরুসালেম
যুদেয়া
বেথলেহেম
মরু সাগর
আর্নন নদী
মোয়াব
মিশর নদী
এদোম
০ ১
১ = ৫০ কি.মি.

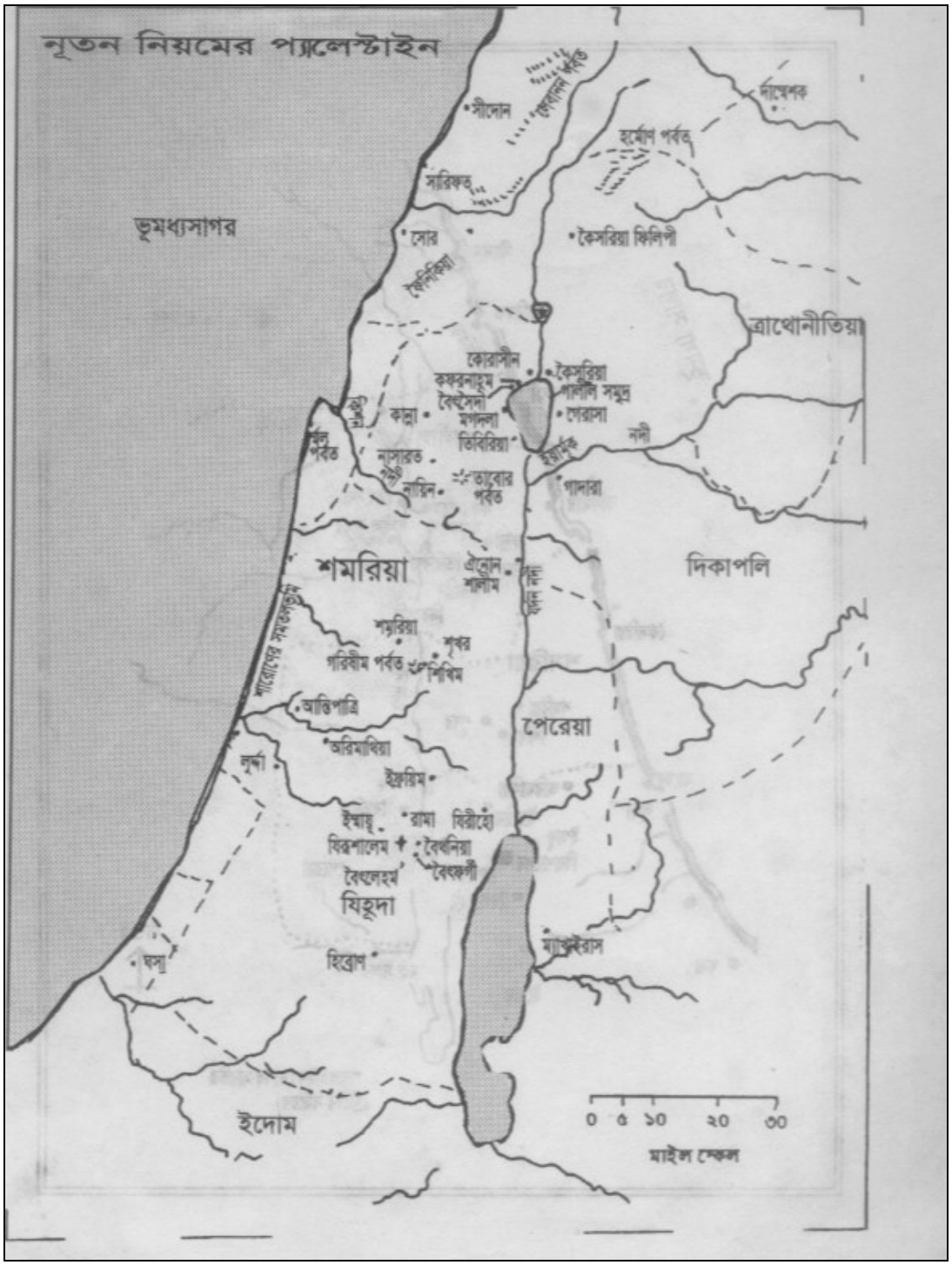

নূতন নিয়মের প্যালেস্টাইন
ভূমধ্যসাগর
সীদোন
সারিফত
সোর
হর্মোণ পর্বত
দামেশক
কৈসরিয়া ফিলিপী
ত্রাখোনীতিয়া
কোরাসীন
কফরনাহূম
বৈৎসৈদা
মগদলা
তিবিরিয়া
গালীল সমুদ্র
গেরাসা
কান্না
নাসারত
নায়িন
তাবোর পর্বত
গাদারা
নদী
শমরিয়া
দিকাপলি
ঐনোন
শালীম
শমরিয়া
গরিষীম পর্বত
শিখিম
আন্তিপাত্রি
অরিমাথিয়া
পেরেয়া
লুদ্দা
ইফ্রয়িম
রামা
যিরূশালেম
বৈথনিয়া
বৈৎলেহম
যিহূদা
ঘসা
হিব্রোণ
ইদোম
০ ৫ ১০ ২০ ৩০
মাইল স্কেল

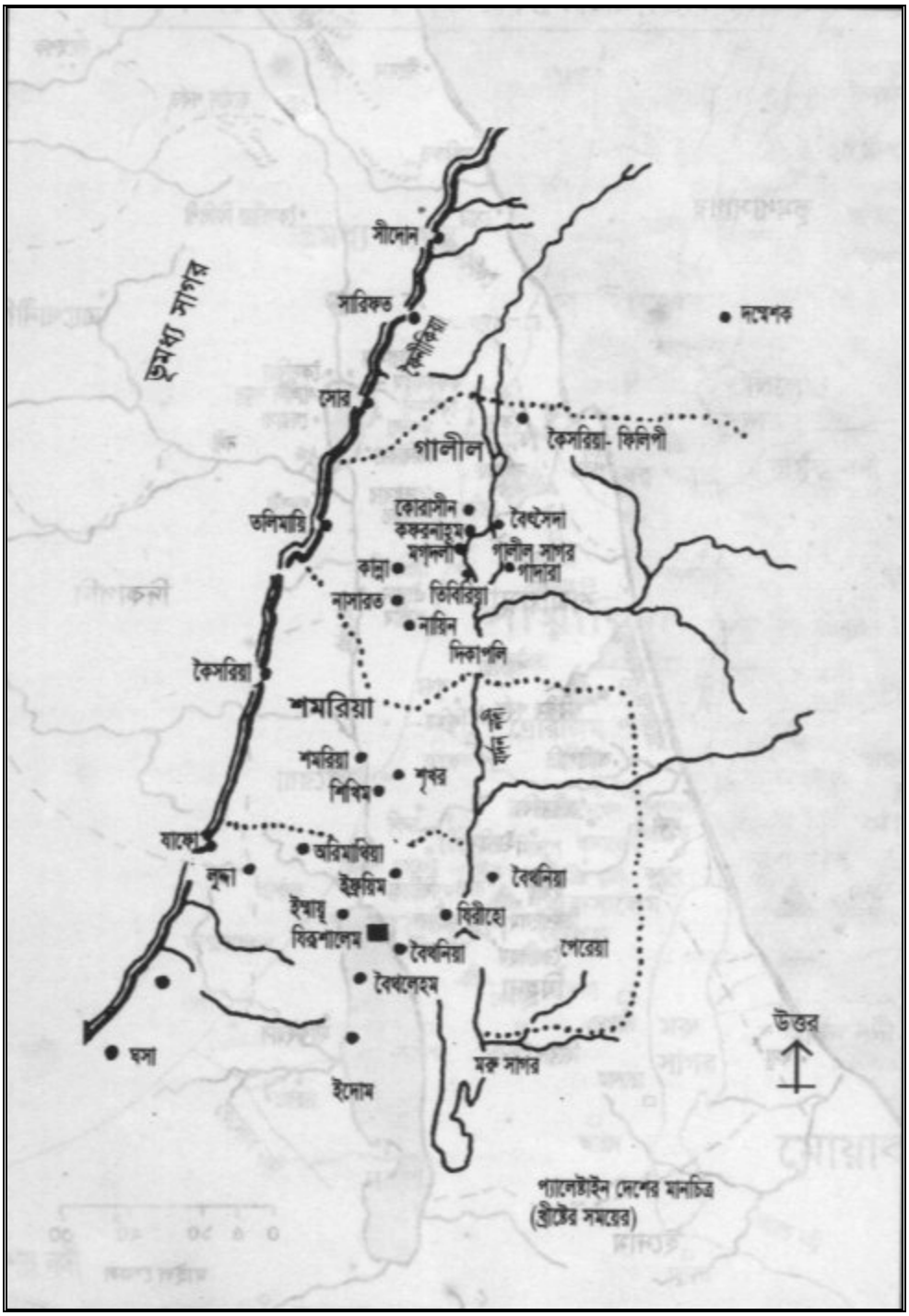

প্যালেষ্টাইন দেশের মানচিত্র
(খ্রীষ্টের সময়ের)